Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

03 November 2024

আজকালের খবর

ঢাবিতে বাঁধন-এর নবীনবরণ ও রক্তদাতা সম্মাননা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধন-এর নবীনবরণ গত শুক্রবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধন-এর সভাপতি আলিম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, হল ইউনিট বাঁধন- এর উপদেষ্টা মো. মোস্তাভি ইনান ঈষিক এবং মো. সিফাত-ই-আরমান ভূঁইয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. কাশফিয়া ইসলাম প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের সমাজে আর্তমানবতার সেবায় যেসব সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে 'বাঁধন' তাদের অন্যতম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাশ্রম ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় সহযোগিতা করবে। অনুষ্ঠানে হল ইউনিট বাঁধন-এর সর্বোচ্চ রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান এবং শ্রেষ্ঠ বাঁধন কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়।

The Country Today

Badhan Shahidullah Hall holds orientation, blood donor award

Staff Correspondent

The University of Dhaka's Dr Muhammad Shahidullah Hall unit of voluntary blood donors' organisation Badhan held an orientation and blood donor award in the hall auditorium on Friday.

The DU vice-chancellor Professor Niaz Ahmad Khan was present as chief guest at the event.

Presided over by president of Shahidullah

Continued to page 2

Badhan Shahidullah

Hall unit Badhan Alim Mahmud, Dhaka Medical College and Hospital head of transfusion medicine Dr Kashfia Islam was present as the chief discussant at the event.

Hall provost Professor Mohammad Zabed Hossain, hall unit advisers Md Mostabhi Inan and Md Sifat-e-Arman also spoke at the event.

Badhan is one of the organisations, which has been working in the service of humanity in our society, said Niaz Ahmad, adding that the university administration would always support the voluntary work and social service activities of the students.

In the event, the highest blood donors of the hall unit were felicitated and the best workers of Badhan were awarded, said a DU press release on Saturday.

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলে বাঁধনের রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে অতিথিরা ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবি শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধনের নবীনবরণ ও রক্তদাতা সম্মাননা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধনের নবীনবরণ গত শুক্রবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন।

শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধনের সভাপতি আলিম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, হল ইউনিট বাঁধনের উপদেষ্টা মো: মোস্তাভি ইনান ঈষিক এবং মো: সিফাত-ই-আরমান ভূইয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা: কাশফিয়া ইসলাম প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের সমাজে

৪র্থ পৃ: ৩-এর কলামে

ঢাবি শহীদুল্লাহ হল ইউনি

৩য় পৃষ্ঠার পর

আর্তমানবতার সেবায় যেসব সং কাজ করে যাচ্ছে 'বাঁধন' তা অন্যতম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাশ্রম ও সমাজসেবামূলক কার্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবস সহযোগিতা করবে।

অনুষ্ঠানে হল ইউনিট বাঁধনের স রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান এবং বাঁধন কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিজ

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধন-এর নবীনবরণ শুক্রবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন -বর্তমান

ঢাবি শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধন'র নবীনবরণ ও রক্তদাতা সম্মাননা প্রদান

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধন-এর নবীনবরণ শুক্রবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধন-এর সভাপতি আলিম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, হল ইউনিট বাঁধন-এর উপদেষ্টা মো. মোস্তাতি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাবি শহীদুল্লাহ হল ইউনিট

ইনান ঈষিক এবং মো. সিফাত-ই-আরমান ভূঁইয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. কাশফিয়া ইসলাম প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের সমাজে আর্তমানবতার সেবায় যেসব সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে 'বাঁধন' তাদের অন্যতম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাশ্রম ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় সহযোগিতা করবে।

অনুষ্ঠানে হল ইউনিট বাঁধন-এর সর্বোচ্চ রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান এবং শ্রেষ্ঠ বাঁধন কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়।

আজকের পত্রিকা

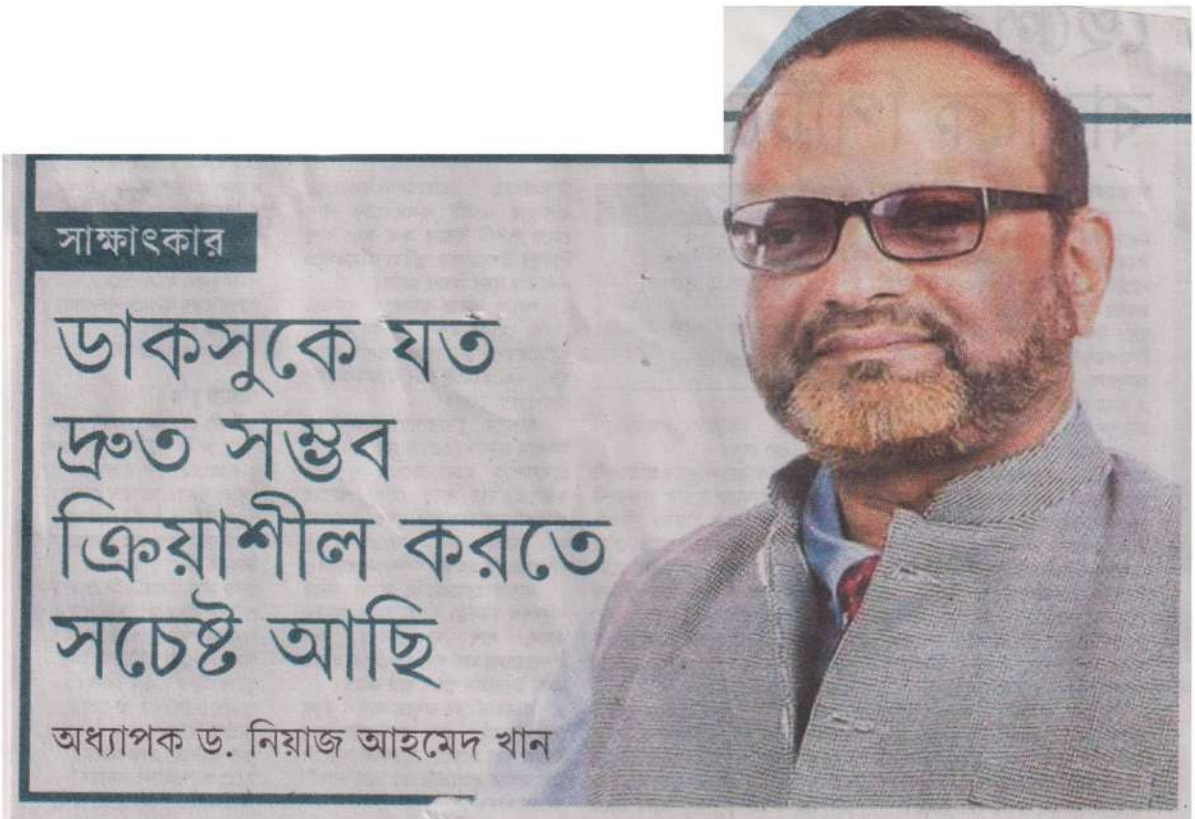

সাক্ষাৎকার

ডাকসুকে যত দ্রুত সম্ভব ক্রিয়াশীল করতে সচেষ্ট আছি

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ইলিয়াস শান্ত।

প্রশ্ন: গত ২২ সেপ্টেম্বর খুলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নবীন শিক্ষার্থীদেরও ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কেমন চলছে, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কেমন?

উপাচার্য: একটা অনিশ্চিত সময় অতিক্রম করে সবার সহযোগিতায় আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছি। পাঠদান শুরুর পর থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি। ক্লাস শুরুর পরপরই আমরা নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছি। অভিভাবকদের সঙ্গেও বিভিন্ন পর্যায়ে আমার কথা হয়েছে। এটা সত্যি যে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে একটা অনিশ্চয়তা ছিল, যেটা সময়ের ব্যবধানে কেটে যাচ্ছে। আমি তিনটি বিভাগে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এসব বিভাগে নিয়মিত ৮৬-৯০ ভাগ শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হচ্ছেন। নতুন শিক্ষাবর্ষে যাঁরা ভর্তি হয়েছেন, তাঁরাও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ক্লাসে থাকছেন।

প্রশ্ন: সিন্ডিকেট এক সিদ্ধান্তে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের দলীয় রাজনীতি বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে। শুধু শিক্ষার্থীরা নন, শিক্ষক-কর্মচারীদেরও দলীয় রাজনীতি বন্ধ করা হয়েছে...

উপাচার্য: দলীয় রাজনীতির বিষয়ে সিন্ডিকেটে আলোচনা হয়েছে। তবে আমরা এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত দিইনি। যেটা হয়েছে সেটা হলো নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা। আমরা এটা এর আগেও বহুবার বলেছি, ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতির বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব। তবে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বলতে আমরা যে কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত, বিগত বছরগুলোতে যে রাজনীতির নামে অপরাজনীতির চর্চা হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আমাদের যে কঠিন ও তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটাকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। এ ধরনের রাজনীতি চলতে দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন: এখন ডাকসু নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ডাকসু এবং ১৮টি হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনের ৫ বছর পার হয়ে গেছে। নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না কেন? এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেবেন?

উপাচার্য: আমাদের নীতিগত ও সংবিধিবদ্ধ যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলোর আওতায় ডাকসু এবং ডাকসুকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব তৈরির যে গণতান্ত্রিক চর্চা, সেটি আমরা সবাই ভালোভাবে অবগত। ডাকসুকে যত দ্রুত সম্ভব ক্রিয়াশীল করতে সচেষ্ট আছি। তবে বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে অংশীজনের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। বিশেষ করে আমাদের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই—সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেব। তবে ডাকসুর প্রয়োজনীয়তা আমরা সবাই অনুভব করি।

প্রশ্ন: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই আন্দোলন সফল হয়েছে। আন্দোলনে ঢাবি থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের দুজন এখন সরকারে আছেন। সামনের সারির বাকি দুজন ছায়া সরকারের ভূমিকায়। তাঁদের কারও কারও এখনো পড়ালেখা শেষ হয়নি। তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে?

উপাচার্য: যেকোনো বিবেচনায় আমাদের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রক্রিয়ায় যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের সবার প্রতিই আমাদের অভিবাদন এবং কৃতজ্ঞতা আছে। এ বিপ্লবে যাঁরা সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রাখব। তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগও হচ্ছে। যাঁরা সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নন, কিন্তু এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিও আমাদের সমান শ্রদ্ধা-সম্মান রয়েছে। এখনো হাসপাতালগুলোতে যাঁরা গুরুতর আহত অবস্থায় রয়েছেন, আমরা তাঁদের বিষয়েও সচেতন রয়েছি। আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা সরাসরি এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিপ্লবীদের স্মরণ করার জন্য বিশেষায়িত ক্লাবগুলোর মাধ্যমে কিছু মূল্যবান ছবি সংগ্রহ করেছি। কিছু গ্রাফিতি বিভিন্ন পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। জাতিসংঘের যে দলটি এই অভ্যুত্থান নিয়ে তদন্ত করছে, তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তাদের এসব সরবরাহ করব। আমরা নিজেরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেগুলো তদন্তে একটি কমিটি করেছি। এ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই অভ্যুত্থানের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য একটি কর্নার করার চিন্তা রয়েছে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু সভা-সেমিনার ও একাডেমিক আলোচনা আমরা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ আমরা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে একাডেমিক এবং এক্সট্রা কারিকুলার—দুই দিক থেকেই স্মরণ করতে চাই, তাঁদের অবদানকে স্বীকার করতে চাই।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

03 November 2024

আলোকিত বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন ঢাবি উপাচার্য

আলোকিত ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন। গতকাল শনিবার ভোরে ৫-দিনের এক সফরে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস্'-এর আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করছেন।

সফরকালে উপাচার্য যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস্'-এর 'ইউএস ইলেকশন প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করবেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আগামী ৬ নভেম্বর দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্যের রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন।

ভোরের ডাক

ঢাবি উপাচার্যের যুক্তরাষ্ট্র গমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল ২ নভেম্বর শনিবার ভোরে ৫ দিনের এক সফরে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস্'-এর আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করছেন। সফরকালে উপাচার্য যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস্'-এর 'ইউএস ইলেকশন প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করবেন। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্য-এর রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন।

-খবর বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

03 November 2024

নয়া দিগন্ত

ঢাবি ভিসির যুক্তরাষ্ট্র গমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শনিবার ভোরে ৫ দিনের এক সফরে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'-এর আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করছেন।

সফরকালে ভিসি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'-এর 'ইউএস ইলেকশন প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করবেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আগামী ৬ নভেম্বর দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ভিসির অনুপস্থিতিতে প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ভিসির রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন। বিজ্ঞপ্তি।

The Bangladesh Today

DU VC leaves for USA

Dhaka University Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan leaves Dhaka in the early morning, Saturday for USA on a 5-day visit at the invitation of 'The International Foundation for Electoral Systems (IFES)', an international organization of USA, a press release said.

Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan is expected to attend US Election Program of The International Foundation for Electoral Systems (IFES) at Washington, DC in USA. He is expected to return home on November 06, 2024. Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Administration) Prof. Dr. Sayema Haque Bidisha in addition to his duties will discharge routine works of the Vice-Chancellor.

ভোরের কাগজ

ড. নিয়াজ আহমদ খান

৫ দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র গেলেন ঢাবি উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল শনিবার ভোরে ৫ দিনের এক সফরে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'র আমন্ত্রণে তিনি এ সফর করছেন।

সফরকালে উপাচার্য যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'র 'ইউএস ইলেকশন প্রোগ্রাম' এ অংশগ্রহণ করবেন।

সফর শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আগামী বুধবার দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্যের রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন। বিজ্ঞপ্তি

ইনকিলাব

ঢাবি ভিসি'র যুক্তরাষ্ট্র গমন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল শনিবার ভোরে ৫ দিনের এক সফরে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'-এর আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করছেন। সফরকালে ভিসি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'-এর 'ইউএস ইলেকশন প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করবেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আগামী ৬ নভেম্বর বুধবার দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ভিসি'র অনুপস্থিতিতে প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ভিসি এর রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন।

দৈনিক বর্তমান

পাঁচ দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র গেলেন ঢাবি উপাচার্য

বর্তমান প্রতিবেদক

পাঁচ দিনের এক সফরে যুক্তরাষ্ট্র উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন ঢাকা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পাঁচ দিনের সফরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'র আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করছেন। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সফরকালে উপাচার্য যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'দি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস'-এর 'ইউএস ইলেকশন প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করবেন। তিনি ৬ নভেম্বর দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্য-এর রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন।